

মিউজিক সাল ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনের ঘটনাবহুল বছর সালের শুরুটাই আমরা দেখেছি বিতর্কিত দ্বাদশ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বছরের মাঝামাঝি সময় আমরা দেখেছি ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার এবং নির্বাচন ঘিরে নানামুখী আলোচনা নির্বাচনের রোডম্যাপের দাবি এবং বছর শেষে আমরা দেখছি জুলাই বিপ্লব ঘোষণাপত্র ঘিরে টানটান উত্তেজনা বর্তমান বাস্তবতায় সামনের দিনের রাজনীতির মেরুকরণ কি হতে যাচ্ছে এসব আজকের আলোচনায় আনতে চাই দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি দেশটা অধিবেশনের নিয়মিত আয়োজন জেডারম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আয়োজন আমি ফার্নেস জয়ী থাকছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আজকের আলোচনায় আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন সম্মানিত অতিথিকে চলুন এ পর্যায়ে পরিচিত হই স্টুডিওতে আছেন শহীদুল ইসলাম বাবুল সাধারণ সম্পাদক কৃষক দল বিএনপি সেই সঙ্গে আরো আছেন নাজমুল আশরাফ প্রধান সম্পাদক টিভিএন নিউজ দুজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় শহীদুল ইসলাম বাবুল আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করি আমরা বলছিলাম সাল রাজনৈতিক অঙ্গনের একটা ঘটনাবহুল বছর ছিল আমরা যদি শেষ দিয়ে শুরু করি আমরা দেখছি যে শেষের দিনটাও কিন্তু একটা টানটান উত্তেজনায় শেষ হতে যাচ্ছে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে কি হতে যাচ্ছে কৃষি ধন্যবাদ আমার সম্মানিত সহ আলোচক নাজমুল আশরাফ ভাই দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমার সালাম অভিবাদন হ্যাঁ সত্য কথাই এই বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি নতুন সূর্য বা নতুন মেরুকরণ দীর্ঘকাল পরে এর মুক্তিযুদ্ধ যেমন আমাদের জাতীয় জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল দিন ই ডিসেম্বর আর এরপরে সাল এবং এই সাল এই তিনটা তারিখ আমাদের জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটার সাথে আমি আরেকটাকে কোন কনফ্লিক্ট বা মিলে মিলাতে চাই না প্রত্যেকটা দিনেরই আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র যদি আমাদের অস্তিত্ব হয় আমাদের শেকর হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বলেন বা বলেন সেটা আমাদের কি বলবো আমাদের মানে শেকর হলে সেটা নিশ্চয়ই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ডালপালা যাই বলেন যেভাবে বলি কোনটাকে আমরা অস্বীকার করি না বা একটা দিয়ে আরেকটাকে আমরা মানে ঢাকতে চাই না বা একটার সাথে আরেকটা থেকে তুলনা করতে চাই না তাই না যেমন রবীন্দ্রনাথের সাথে আমরা নজরুলকে তুলনা করি না হ্যাঁ বা নজরুলের সাথে রবীন্দ্রনাথের বাবার সাথে মায়ের তুলনা করি না আমরা এরকমই আমরা মনে করি যদি কেউ সেটা করতে চায় একটাকে দিয়ে আরেকটা ঢাকতে চায় হ্যাঁ বা রিপ্রেস করতে চায় এটা এটা উদ্দেশ্যপূর্ণ যেত বা ধান্দাবাজি ছাড়া অন্য কোন কিছু বলে আমরা মনে করছি না আর সালে যেটা এই প্রক্লেমেশন বা ঘোষণাপত্রের কথা যেটা বলছেন শোনে এইগুলো হইছে কি প্রায় পাঁচ মাস হলো এই জুলাই বিপ্লবের হঠাৎ করে পাঁচ মাস পরে এই ঘোষণাপত্রে কি প্রয়োজন হলো কেন প্রয়োজন হলো আমি জানিনা নানান কথা হচ্ছে নানান মানে কি ধুমুজাল নানান ধরনের অস্পষ্টতা আমরা দেখছি নানান ধরনের মানে হটকারিতা আমরা দেখছি এই এই সময়ের মধ্য দিয়ে এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেখেন এই একটা মাত্র ব্যাপার যে এই আন্দোলনের যে ওনারশিপ হুম যেমন ভাবে মুক্তিযুদ্ধের ওনারশিপ একমাত্র আওয়ামী লীগ ধারণ করেছে সেটাকে মানে বিক্রি করেছে সেটাকে একেবারে মানে কি বলবো করতে করতে নিজেকে বিতর্কিত করেছে নিজের বাবাকে বিতর্কিত করেছে একটা জনযুদ্ধকে নিশ্চয়ই তাদের কৃতিত্ব তো ছিলই আওয়ামী লীগের তৎকালীন রাজনীতি এটা কেউ যেমন অস্বীকার করেছে না শুধুমাত্র তাদের কৃতিত্ব এখানে বলেন মাওলানা ভাষানীর কোন ভূমিকা নাই তারপরে এইখানে তাজউদ্দিন আহমেদের কোন ভূমিকা নাই জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নাই জেনারেল এমএ উসমানী কারোই কোন ভূমিকা নাই একজন মহামানব একজনই দেবতা একটা দল সেটা করতে গিয়ে যা হবার তাই হলো এই জাতিকে বিভক্ত করা হলো নানান ভাবে বিদ্রোহ বিষ বাষ্প ছড়ায় দেয়া হলো এটাকে বিভক্ত করে করে এই আন্দোলনের পরেও আমরা সেই লক্ষণ দেখছি কিন্তু একটা বিশেষ গোষ্ঠী শুধুমাত্র এই আন্দোলনের ক্রেডিট নিয়ে এটাকে সারা জাতিকে সাথে তামাশা এবং প্রতারণা শুরু করেছে একই চরিত্রে একই ক্যারেক্টার কিন্তু আপনি যেভাবেই বলেন যে এই বিপ্লবের সোল এজেন্ট হয়ে গেছে কতিপয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা অন্য কেউ না এটা বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে নানাভাবে অথচ সেটা নয় আপনি জানেন যে বছর বছর আমরা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করেছি এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে হ্যাঁ আমাদের ডান থেকে বাম থেকে আমার অনেক সহযোগী সহকর্মী একেবারে হারায় গেছে চিরকালের জন্য তাদের পরিবার পরিজনের আমরা তাকাতে পারি না হুম তারপরে আমার দলের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে বেগম খালেদা জিয়া থেকে শুরু করে তারা একটা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন হ্যাঁ একদিকে তার মৃত্যু আর অন্যদিকে তার এই ফ্যাসিবাদ তিনি কোনটা মেনে নেবেন মেনে নেন নাই এই ফ্যাসিবাদকে হ্যাঁ এটা ঠিক যে আল্লাহ তার হায়াত রেখেছেন তিনি জীবিত আছেন এখনো এটা তো আল্লাহতালার ইচ্ছা কারণ তার যে বাস্তবতা শরীর বয়স রোগ এই রোগে তিনি যে বেঁচে থাকবেন এটা তো মানে এটা আল্লাহর করুণা ছাড়া তো অন্য কোন কিছু না এবং তিনি দেখছেন দেখলেন আমার দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা বছর দেশে আসতে পারে না বছর আমার দলের মহাসচিব সহ হাজার হাজার লক্ষ

লক্ষ মানুষ মামলা হামলা নির্যাতনের জর্জরিত পঙ্গুদের সাথে অনেকে দেশান্তরী হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং এগুলো করে করে করে আমাদের এই স্যাক্রিফাইস আমাদের এই রক্ত আমাদের এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা এই ফ্যাসিবাদী শোষণকে ধাক্কা ধাক্কা দেয়ায় খাদের কিনারায় নিয়ে আসছি পরে আপনি আর আমি সবাই মিলে আমরা যখন ধাক্কা দিয়েছি সে খাদে পড়েছে এটাই তো সত্য এটাই তো বাস্তবতা এটাকে অস্বীকার করতে পারবে কেউ এখন আপনি বলেন আপনি একা করেছেন আওয়ামী লীগ যেটা বলতো এবং করে করে তারা বিশিয়ে তুলেছিল মানুষের মনকে আমি জানি না এরা কি মানুষের মনকে বিশিয়ে তুলছে কিনা সেখানে একটা প্রশ্ন আসে যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান না জুলাই বিপ্লব বিপ্লবের তো বৃহৎ অর্থ কোথা থেকে বিপ্লব হলো আমি জানি না কিভাবে বিপ্লব হয় কোথায় বিপ্লবের অর্থ একটা রাষ্ট্রকাঠামো সমাজের খোল নলছে বদলে দেওয়া যেটা ফ্রেঞ্চ রেভুলেশন এর পরে হয়েছিল রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরে হয়েছিল একটা গোটা সমাজব্যবস্থা কে মানে বদলে দেওয়া একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা রেভুলেশন এবং সর্বব্যাপী সেটা তো আমার এখানে সেটা হয়নি এটা এখানে একটা রিজিমের পরিবর্তন হয়েছে একটা শোষণ গোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মানুষের সমাজ জীবনের কি কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে আপনি বলতে পারবেন এখন পর্যন্ত এই পাঁচ মাসে কি পরিবর্তন হলো মানুষের দুঃখ দুর্দশা কি কমেছে মানুষের শোষণ বৈষম্য বঞ্চনা কি কমেছে বা এটার কোন সমতা এসেছে এটা আসেনি তো এটা একটা আপনি নিশ্চয়ই একটা গণঅভ্যুত্থান অবশ্যই বলবেন আমি এটাকে একেবারে বিপ্লব হয়ে গেছে বিপ্লবের একটা কমিশন অফ জুলাই রেভুলেশন আইনি বৈধতা পাবে কি হ্যাঁ সেটা আইনি বৈধতা দেওয়ার ক্ষমতা তো কারো নেই আইনি বৈধতা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র পার্লামেন্টের বাংলাদেশের নির্বাচিত সংসদের হ্যাঁ এখন সেটা আপনি কিভাবে করবেন এখন আপনি যদি সংবিধান না মানেন আইন না মানেন যা বলেন আপনি সেটাই আইন বলেন এটা তো কোন বিপ্লবী সরকার হয় নাই যে এটা বিপ্লবী সরকার আর বিপ্লবী সরকারের কোন অস্তিত্ব আমাদের সংবিধানে আছে কিনা আমি জানি না আপনি যদি বলেন যে আমি সংবিধান ছুড়ে ফেলে দিলাম তাহলে সেটা তো এক ধরনের ওই জংলি শাসনের মত জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল আমরা কিন্তু এমনটি শুনেছি যে আগামীকাল শহীদ মিনার থেকেই সংবিধানের কবর রচিত হবে এবং আওয়ামী লীগ সেটা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে না সর্বশেষ খবর যেটা দেখলাম বৈষম্য ছাত্র আন্দোলন সেখান থেকে এটাও হটকারিতা আমি মনে করছি এই ধরনের কর্মসূচি দেওয়া একদিকে তারা সরকারে রয়েছে আরেকদিকে তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে জাতীয় পার্টির মত কিছুটা কুসুম কুসুম সমালোচনা আরেকদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে তুচ্ছতা তাক্ষিল্য করছে মানুষের জন আকাঙ্ক্ষাকে সেটাকে তারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে জন আকাঙ্ক্ষা হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে এটা তো মানে একটা ভিন্নতর বাস্তবতা দেখছি সর্বব্যাপী একটা নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা যে যার মতো এটা দুর্ভাগ্যজনক হ্যাঁ তারা এখান থেকে সরে এসেছে ভালো কথা একটু আগে আমি দেখলাম আমি এখানে ঢুকবার আগে আমি খবরে দেখলাম যে আগামীকাল তারিখের তাদের যে প্রকল্পে বা ঘোষণাপত্র ডিক্লেয়ার করবার কথা ছিল সেখান থেকে তারা সরে এসেছে আবার সরকারের পক্ষ থেকে পেইস উপদেষ্টা চিফ এডেন উনি বলছেন যে কি ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা এবং রাষ্ট্র সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা তাকে সুসংগত করবার জন্য সরকার অতি দ্রুত কয়েকদিনের মধ্যেই একটা প্রকল্পে দিবে আমি যেটা বলছি শেষ কথা যে শুধুমাত্র সরকারের পক্ষ থেকে বা বৈষম্যবিধির ছাত্রদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন প্রকল্পে দিলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এর জন্য জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক দল স্টেক হোল্ডার সকলের মতামত নিয়ে কি করবে সেটাই যদি করে তাহলে সেটা একটা জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে হলে সেটা হতে পারে এর বাইরে কোন কিছু হলো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে নাজমুল আশরাফ আমরা যদি রাজনৈতিক গুরুত্বটা বুঝতে চাই রাজনৈতিক গুরুত্বটা আসলে কতটুকু ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন জুলাই বিপ্লব না জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান এটি বাবুল ভাই স্পষ্ট করেছেন এবং যারা এই গণঅভ্যুত্থানের সাথে তো আওয়ামী লীগ ছাড়া সবাই যুক্ত ছিল কিন্তু যারা খুব সক্রিয় ছিল নানান ভাবে মাঠে ময়দানে থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন দেয়া থেকে শুরু করে নানান ভাবে কথায় বলায় লেখায় আপনার চেতনায় সবদিক থেকে যারা যুক্ত ছিলেন তারা কিন্তু এটাকে বিপ্লব বলছেন না যারা বিপ্লব বোঝেন আর যারা বিপ্লব বলছেন খুবই হাতে গোনা দু একজন আর যারা এটাকে বিপ্লব দাবি করছেন তারা শুধু নিজেদের কৃতিত্বকে অযাচিতভাবে অযৌক্তিকভাবে বাড়ানোর জন্য এ কথা বলছেন বিপ্লবের উদাহরণ সারা বিশ্বে আছে বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি কিভাবে হয় তার ধারণা কি লক্ষণ কি এগুলো সবাই জানা ফলে একটা গণঅভ্যুত্থান যার মাধ্যমে একটা সরকারের পতন হয়েছে একটা আমলের পতন হয়েছে একটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে এর পরে যেমনটা সালে হয়েছিল ফলে ওইটাকে কোনভাবে বিপ্লব বলা যায় না এখন তাহলে বলতে পারেন যে ই আগস্ট যে গণঅভ্যুত্থান হলো সরকারের পতন হলো ফ্যাসিবাদের পতন হলো সেই ঘটনার পাঁচ মাস পরে সে কেন সেটাকে বিপ্লব দাবি করে ঘোষণাপত্র দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো এইটা আমি দুই তিনটা কারণ বলতে পারি এক হচ্ছে আপনি দেখবেন যে ই আগস্টের পর থেকে আমাদের গণমাধ্যম সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন

ক্ষেত্রে যারা এগুলো নিয়ে কথা বলেন তাদের মধ্যে দেশী বিদেশী কিছু ব্যক্তি আছেন বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমরা তাদের বক্তব্য শুনি তারা ওটাকে বিপ্লব দাবি করে ই আগস্ট কি করা উচিত ছিল সেটা নিয়ে কথা বলেন এখনো বলছেন আগেও বলেছেন বহু বলেছেন এবং এই সরকার গঠন করা ঠিক হয় নাই বৈপ্লবিক সরকার গঠন করা উচিত ছিল বিপ্লবী সরকার এরকম ঘোষণাপত্র দেয়া দরকার ছিল সবকিছু বাতিল করে দিয়ে নতুন করে সবকিছু করা দরকার ছিল ফলে যা কিছু হয়েছে ই আগস্টের পরে ই আগস্টের সরকার গঠন থেকে এ পর্যন্ত এ সবকিছু ভুল হয়েছে এমন বক্তব্য আমরা প্রায়ই শুনি সেই বক্তব্যটাকে ধরেই আমার ধারণা এই উদ্যোগটা নেয়া হয়েছে পাঁচ মাস পরে তারা ভেবেছে যে আমরা কাজটা এটা করতে পারলাম না সুতরাং পাঁচ মাস পরে হলেও বিলম্ব হলেও আমরা এই কাজটা করি সেটা একটা কারণ এখন করতে আসার এটা বিপ্লব বিপ্লবের চেতনা বিপ্লবের ঘোষণা বিপ্লবের মাধ্যমে গোটা দেশ রাষ্ট্র বদলে ফেলা সংবিধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্র কাঠামো সবকিছুকে নাই করে দেওয়া ওই চিন্তা ভাবনাটা সফল হয় নাই এখন করতে চাচ্ছিল পাঁচ মাস পরে এসে পাঁচ মাস পরে এসে এটা করা যাবে কিনা পাঁচ মাস পরে কেন বলছেন এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরে আপনি যখন এসে বলবেন যে ই আগস্ট বিপ্লব ছিল আমরা এখন বিপ্লবের ঘোষণা দিয়ে সেই মোতাবেক রাষ্ট্র পুনর্গঠন করব তাহলে যে সরকার আছে গত পাঁচ মাস তারা যা কিছু করেছে এগুলোর কি হবে সরকারের থেকেও আপনি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন ফলে সরকারও একটা বিরতকর অবস্থায় পড়েছে আমরা প্রথমে দেখলাম সরকার বলেছে যে এই ঘোষণাপত্রের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নাই তারপরে আবার আজকে শুনলাম প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভও বলেছিল ব্যক্তিগত না প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ বলে কিন্তু আপনি দায় সারতে পারেন না কারণ এই পত্র দেয়ার উদ্যোগের সাথে যারা আছেন তারা সরকারেও আছেন তার মানে সরকারের থেকে আপনি সরকারের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিয়ে কাজ করছেন তাহলে হয় আপনাকে সরকার থেকে বেরিয়ে যেতে হবে অথবা আপনাকে সরকার থেকে বের করে দিতে হবে দুটো তো একসাথে চলতে পারে না ওরকম একটা সংকটের মধ্যে সরকার পড়েছে আমার ধারণা বুঝিয়ে শুনিয়ে এমন অবস্থা নিয়েছে এই ঘোষণা না দিয়ে তাদের যে চেতনা লক্ষ্য উদ্দেশ্য কর্মসূচি সেটা সরকারই বাস্তবায়ন করবে এরকম একটা বলে করে তাদেরকে হয়তো নিবৃত্ত করা হয়েছে এখন এখন আরেকটা কারণ আছে এই পাঁচ মাস পরে কেন বিলম্ব সরকারের সাথে তাদের বিরোধ নানা রকমের উস্কানি এবং এই আন্দোলনকারীদের বিশেষ করে সমন্বয়কারীদের তাত্ত্বিক গুরু কয়েকজন আছেন দেশে বিদেশে তারা যে কথাগুলো বলেন আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে তারা সেই কাজটা করার চেষ্টা করেন মানে তাদেরকে অনুসরণ করেন তো তারা এই উস্কানি গুলো দিয়ে আসছেন গত পাঁচ মাস ধরে এখন আমরা এর আগেও দেখছি কতগুলো খুবই অবাস্তব অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে তারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে শুরুর দিকে সরকার তাদের হুমকি ধামকিতে সবকিছু করতো এরপরে যখন বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সচেতন মহল তারা যখন এই বিষয়গুলোর সমালোচনা এবং বিরোধিতা শুরু করল তখন সরকার এই বৈষম্য বিরোধীদের হুমকি ধামকিতে যা খুশি করছিল না একটা পর্যায়ে তারা রাস টেনে ধরেছে সেটি রাষ্ট্রপতিকে বাদ দেয়া হোক সংবিধান বাদ দেয়া হোক আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হোক আরো অনেক ধরনের আবদার তাদের ছিল সেগুলো সরকার মানে নাই ফলে সরকারের সাথে একটা বিরোধ বিরোধ ভাব মনে হয়েছে আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে হয়তো অন্যরকম হতে পারে কিন্তু পাঁচ মাস পরে এসে এখন এই উদ্যোগ নিয়ে গোটা দেশের দৃষ্টি ওদিকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ আছে গত কিছুদিনে আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সমন্বয়ক সরকারে থাকা এবং সরকারের বাইরে থাকা তাদের কিছু কীর্তিকলাপ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তারা ই আগস্ট পর্যন্ত যে ভূমিকা নিয়েছে এটা ইতিহাসের যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের এ অবদান যেমন কেউই অস্বীকার করে নাই ই আগস্টের অভ্যুত্থানের তাদের সাথে সারাদেশের মানুষ ছিল আওয়ামী লীগ ছাড়া এবং সেই ঐক্যটাকে তারা ধরে রাখতে পারে নাই নিজেদের দোষে এখন তো বাকি যত শক্তি বলি রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সামাজিক পেশাজীবী সব শক্তি কি এদের সাথে আছে নাই এরা এদের জায়গায় আছে বাকি সবাই যার যার অবস্থানে গেছে এই যে ঘোষণা দিতে যাচ্ছিল তারিখে তার স্বপক্ষে অন্য কোন পক্ষ ছাত্র সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠন কি সব দিয়েছে দেয় নাই বরং বিএনপি প্রকাশ্যে বিরোধিতা এবং সমালোচনা করেছে ছাত্রদল প্রকাশ্যে বিরোধিতা এবং সমালোচনা করেছে আরো অনেকে চুপচাপ ছিল কি করেন আমরা দেখতে অপেক্ষা করছিলাম তারিখ পর্যন্ত তার মানে বৈষম্য বিরোধীদের এই উদ্যোগের সাথে বাকি যারা ছিলেন আন্দোলনে অভ্যুত্থানে তারা ছিলেন না সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতিতে সাধারণত থাকেন না বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যুক্ত হন এ ধরনের আলোচনা আন্দোলনের মধ্যে তাদের অবস্থান কি আমরা জানিনা সেটা আমরা মার্চে ময়দানে আসলে পরে তাদের সাথে যুক্ত হলে পরে আমরা দেখতাম সেটাও আমরা দেখি নাই তার মানে তারা যে একেক সময় এ একটা অবাস্তব উদ্ভট সব কাজকর্ম করতে চান কথা বলেন দাবি দাওয়া করেন তার পেছনে কারণ থাকে যে কারণটা আমি বলছিলাম গত কিছুদিনে বেশ কয়েকজন সমন্বয়ক সরকারে থাকা এবং সরকারের বাইরে থাকা তাদের

কিছু কীর্তিক লাভ যেমন একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ক সরকারে থেকে দেশের মানচিত্র বদলে আরেক দেশ দখল করার একটা ঘোষণা দিলেন সামাজিক মাধ্যমে পরে আবার সরিয়ে নিলেন কিন্তু সরকারে থেকে আপনি রাষ্ট্রের বিরোধী সরকার বিরোধী একটা কাজ করলেন তাকে সরিয়েও দেওয়া হলো না তিনি সরেও গেলেন না তার জন্য তিনি কোন মানে অনুতপ্ত হলেন না আরেকজন উপদেষ্টা হেলিকপ্টার ভ্রমণ নিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছেন আরেকজন উপদেষ্টা এখনো প্রমাণিত না টুকটাক শোনা যাচ্ছে এই সচিবালয় আগুন সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত আছেন এরকম শোনা যাচ্ছে এটা এখনো প্রমাণিত না আর বাইরে যারা আছেন আপনার সমন্বয়ক তাদের নানান সমালোচনা হচ্ছে সবকিছু মিলিয়ে তারা বুঝতে পারছে যে তাদের অবস্থানটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তারা বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছেন সারাদেশের মানুষ রাজনৈতিক অরাজনৈতিক পক্ষ তাদের সাথে নাই এবং তারা যা চাইছেন যা করতে চাইছেন তার সাথে সাধারণ মানুষের কোন সমর্থন নাই তখন একটার পর একটা বিষয় সামনে নিয়ে আসে এই তারিখের ঘোষণাপত্রের উদ্যোগটা আমার ধারণা এই সবকিছুর ঢাকা এবং দৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করি শেষ করি আপাতত যে তারা তাদের কৃতিত্ব নিজেরা নষ্ট করছেন তারা যে সম্মান জায়গায় ছিলেন সারাদেশের মানুষ তাদেরকে বীর মনে করতো এবং তাদেরকে সেই কৃতিত্ব এবং সম্মান এবং ভালোবাসা সমর্থন সবকিছু দিয়েছে তারা তাদের কথা এবং কাজে প্রতিনিয়ত সেটাকে হারাচ্ছেন রাজনৈতিক দলগুলোকে বাইরে রেখে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র যদি আসলে ঘোষণাও করা হয় সেটি আসলে হলে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে আলোচনায় আসতে চাই একটা বিরতির সময় হয়েছে দর্শক যেটা স্যার এমনি বিবেদিত দেশ সম্প্রতিকের এ পর্যায়ে একটা বিরতি নিষিদ্ধ সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন দেশটা অধিবেশনের নিয়মিত আয়োজন জেনে নিবেদিত দেশ প্রতীক রাজনীতির নতুন মেরুকরণ এই শিরোনামে চলছে আজকের আলোচনা ফিরছি অতিথিদের কাছে জনাব নাজমুল আশরাফ যে প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম আমরা যদি দেখি যে রাজনৈতিক দলগুলোকে বাইরে রেখে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ঘোষণা হলো সেটি আসলে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে কিভাবে কার্যকর হবে দেখেন ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় নাই ওরা বেঁচে গেছে কিরকম আমরা যা দেখছি বাস্তবতা চতুর্দিকে তারা যদি ঘোষণাপত্র দিত তার সাথে ওই জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানে যারা যুক্ত ছিল তাদের কত শতাংশ দল হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে গোষ্ঠী হিসেবে সাধারণ মানুষ হিসেবে থাকতো এটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে ফলে তারা তাদের শক্তিমত্তা কতখানি এখন আছে সেটা হয়তো প্রমাণিত হয়ে যেত সেই অবস্থা থেকে তাদেরকে হয়তো সরকার বাঁচিয়ে দিয়েছে আবার একটা বিরোধ হতো সরকারের সাথে নতুন একটা সংকট তৈরি হতো এটা নিয়ে আবার নানা রকমের তর্ক বিতর্ক হতো পরিবেশ পরিস্থিতি খারাপ হতো সেই জায়গা থেকে আমি বলব যে তাদের সরে আসাটা একটা ভালো সমাধান হয়েছে কিন্তু ওই যে বলছিলাম যে তাদের উদ্দেশ্য কি হ্যানতে এগুলো চেয়ে বড় কথা হলো যে তারা নিজেরা নিজেদেরকে নষ্ট করছে কিন্তু আপনি বলছেন যে রাজনৈতিক নতুন মেরুক করেন আসলে হইছে কি জুলাই জুলাই অভ্যুত্থান এটা তো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে ছিল যেখানে সবাই একাটা ছিল এবং যেই আমলের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি জামাত সহ বহু রাজনৈতিক দল গত বছর ধরে টানা আন্দোলন করে আসছে তার একটা চূড়ান্ত পরিণতি আমরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় দেখলাম কিন্তু ওই যে চূড়ান্ত পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন যাদের কারণে এটা ঘটেছে তাদের কৃতিত্ব তো কোন দলই দিতে অস্বীকার করে না কিন্তু রাজনীতি ছাড়া রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া রাজনীতি চূড়ান্ত লক্ষ্য কি গণতন্ত্র জনগণের শাসন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই জায়গায় যাওয়ার পথে যারা বাধা সৃষ্টি করেন যারা নতুন নতুন তথ্য নিয়ে হাজির হন এবং নিজেরা রাজনৈতিক দল করবেন ভালো কথা কোন সমস্যা নাই আপনি রাজনৈতিক দল করেন আসেন নির্বাচনে অংশ নেন অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করেন জনগণ কোথায় আছে আপনাদের পক্ষে কতটুকু আছে সেটা আমরা দেখব কিন্তু আপনি যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে চান এবং সেটাকে নিগেট করতে চান যারা এই কথা বলে তাদেরকে আপনি যাচ্ছে তাই ভাষায় সমালোচনা করেন তখন বোঝা যায় আপনার উদ্দেশ্য কি আপনার উদ্দেশ্য হয় এই অগণতান্ত্রিক অসংবিধানিক অরাজনৈতিক ধারা আপনি বজায় রাখতে চান অথবা কোন অশুভ শক্তিকে এর সুযোগ নেয়ার সুযোগ দিতে চান দেশী বিদেশী চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে চান অথবা নিজেরা সেই রকম রাজনৈতিক শক্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত যত বছর লাগে সে পর্যন্ত আপনি এটাকে অব্যাহত রাখতে চান এগুলো তো মানুষের কাছে এখন স্পষ্ট ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রাজনৈতিক শক্তি জনসমর্থন যা কিছু আপনি বলি না কেন সেই জায়গায় এই অভ্যুত্থানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন বৈষম্য ছাত্র আন্দোলন এবং তাদের আরো কয়েকটা শাখাপ্রশাখা গজিয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটিসহ এদের অবস্থানটা মানুষের কাছে দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে শুধুমাত্র তাদের অবাস্তব চিন্তা ভাবনার কারণে এবং তাদের এই অবস্থান এবং চিন্তা ভাবনার পেছনে যারা মদদ দিচ্ছেন আমি মূলত তাদেরকে দায়ী করব ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কারা

নির্বাচিত হবে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদি তার নির্ধারণ করে দেয় তাহলে এ আত্মত্যাগের কি দাম থাকবে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কোভিদ রিজভী এমনটি বলেছেন কিসের ভিত্তিতে আসলে এমন অভিযোগ শোনে এই যে বললাম না ধুম্রজাল সবকিছু অসং উদ্দেশ্য কিছু একটা জগা থিচুড়ি মার্কা একটা সরকার শিশু কিশোর বৃদ্ধ বয়বৃদ্ধ এনজিও আঞ্চলিক নানান ধরনের ব্যাপার যে ঘটছে কি যে বলে গায়ে মানে না আপনি মোরল এবং তারা বলছে যে তারা ই জুলাই অভ্যুত্থানের মেইন স্টেক কি স্টেকহোল্ডার ওনারশিপ এবং তারা ই জনগণ আকাঙ্ক্ষা ধারণ করছে তরুণদের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করছে এটা তো বায়বীয় কথা এটা তো অসত্য কথা আপনার জুলাই স্পিড কি ছিল যে এই কয়েকজনকে উপদেষ্টা মন্ত্রী পদমপর্যায় উপদেষ্টা বানানোর এটাই কি ছিল জুলাই অভ্যুত্থানে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে রাজনৈতিক দল তৈরি করবে এটা তো অন ইলেভেন এর প্রচেষ্টা আমরা অন ইলেভেন এর যে নগ্নতা আমরা দেখেছি যে রাষ্ট্রের প্রোটোকলে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করা তৈরি করে টের তাদের যখন একটা সাংগঠনিক ভিত্তি হবে বা রাষ্ট্রের ছাত্রছাত্রী সরকারের ছাত্রছাত্রী তারপরে তারা নির্বাচন করে আবার এগুলো তো মানে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের বিগত সরকারের এগুলো খামলা এটা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য বদলের কোন চেষ্টা বা মানে বাস্তবতা এটা হবে এটা আমরা ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলকে বিএনপি কি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে না না বিএনপি কেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখবে বিএনপি তো পুরনো রাষ্ট্রের রাজনীতি এটা সকালে গাছ রোপণ করলাম আর বিকালে ফলভক্ষণ করলাম রাজনীতি এত সহজ না পলিটিক্স ইজ নট এ একটা সময়ের ব্যাপার এটা শেখার ব্যাপার একটা জানার ব্যাপার একটা চর্চার ব্যাপার এর জন্য ত্যাগ লাগে শ্রম লাগে সাধনা লাগে যুগের যুগের এত সহজ বিষয় না আপনি আজকে রোপণ করলেন আর কালকে আপনি সেটা ভক্ষণ করলেন গাছের ফল বিষয়টা ওরকম না অবশ্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক শূন্যতা আছে আওয়ামী লীগের এফসেসে বিরাত শূন্যতা আমরা উপলব্ধি করি যে কারো রাজনীতি করবার অধিকারও আছে কিন্তু আমরা যেটা বলছি ছাত্র বা বৈষম্যবিধী ছাত্র যারা নাগরিক আন্দোলন তারা যে রাজনীতি করবে এতদিন বলে নাই আমরা টের পেতাম হুম এতদিন পরিষ্কার এখন আকারে ইঙ্গিতে বা কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে বলছেন যে তারা রাজনীতি ওয়েলকাম স্বাগতম কেন নয় আরো অনেক রাজনৈতিক দল হবার প্রয়োজন আছে বাংলাদেশে শূন্যতা আছে অবশ্যই শূন্যতা আছে কিন্তু সেটা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা কেন ছাত্র চায় কেন আর বৈষম্য ছাত্ররা তো সরকারেও আছে তারা কেন পদত্যাগ করছে না তারা যে রাজনীতি করবে ঘোষণা দিয়েছে একদিকে তাহলে জাতীয় পার্টি কেন অপরাধ কি ছিল তারা সরকারেও ছিল আবার বিরোধী দলেও ছিল এই কাহিনী তো গণতন্ত্রের সাথে যায় না এইখানে কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যায় না ছাত্ররা আমরা তাদেরকে মাথায় করে রাখতাম যদি তারা একটা মানে আগামী সরকার যারা হবে একটা গণতান্ত্রিক হবে এবং তারা একটা প্রেসার গ্রুপ হিসেবে থাকবে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে সেই সরকার ধারণ করছে কি করছে না সেটা না করে ঘটক নিজেই যদি বিয়ে করার পাত্র হয়ে যায় তাহলে যা হবার তাই হচ্ছে চারিদিকে একটা লেজগবের অবস্থা একটা হজ অবরলা অবস্থা বজ্র আট ফসকা বড় বড় কথা বলছেন একেকজন এ এক রকমের একেকজন একেক রকমের চিন্তা চেতনা একেকজন ফ্রি স্টাইলে ওই যে বললেন একজন তো একেবারে দখলই করে ফেললেন একটা অঞ্চল উপমহাদেশের আরে ভাই আপনি সরকারে আছেন আপনাকে ভাবতে হবে এটা পল্টন ময়দান না আপনি যা ইচ্ছা তাই বা ইভেন টকশা না আমি এখানে নানান ধরনের কথা স্পেকুলেশন যা ইচ্ছা আমার আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বলতে পারি কিন্তু আপনি যখন চেয়ারে থাকবেন সরকারের পার্ট থাকবেন তখন আপনাকে বুঝে শুনে এগুলো আপনাকে বলতে হবে আপনি একটা ইন্ধন দিয়ে উস্কানি দিয়ে একটা আন্তররাষ্ট্রীয় একটা সংঘাত বা বৈরিতা তৈরি করতে পারেন না যেটা তারা চাচ্ছে বিরোধী মানে এই যে আমরা যেই যাদের কথা বলছি যে তারা কিন্তু একটা একটা নানান রকমের নৈরাজ্য তৈরি করবার জন্য এখানে সাম্প্রদায়িক বলেন বা গোষ্ঠীগত বলেন বা রাজনৈতিক বলেন তৈরি করে আর আপনিও তো সেখানে ঘি ঢালছেন এগুলো বলে টলে এগুলো কোন দায়িত্বশীল মানুষের না আবার বলেছেন বলেছেন সেটা এগুলো শিশু সুলভ আচরণ এই আচরণ আর বাংলাদেশের রাজনীতি বা মানে কি বলে দীর্ঘদিনের যে রাজনৈতিক চরিত্র ক্যারেক্টার এটা কিন্তু একসাথে যায় না বাংলাদেশের রাজনীতির চরিত্রটা আসলে কেমন আমরা নির্বাচনের আগে দেখি হিসেব নিকেশ অনেকটাই পাল্টে যাই বিএনপির দীর্ঘদিনের মিত্র জামাতের সাথে আমি বলি আমরা যেমনটি শুনতে পাচ্ছি যে টানা পড়েন সৃষ্টি হয়েছে আসলেই কি তাই না না আপনি ওইটাকে টানা পড়েন কি মানে জামাতের সাথে জামাত ভিন্ন রাজনৈতিক দল হ্যাঁ ভিন্ন হ্যাঁ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি যে কেউ এসেছে হ্যাঁ আমাদের সাথে সে শক্তি জুগিয়েছে এটা তো আমরা অস্বীকার কেন করব একটা নিকৃষ্ট মার্চে আপনি যখন নির্বাচন করবেন ভোটে দাঁড়াবেন সমাজের সবচাইতে বিপদগামী নিকৃষ্ট সমাজত একজন মানুষ তার কাছে আপনি ভোট চাইতে পারেন এটা কোন অপরাধ না এটা গণতন্ত্রের প্রাকটিস কিন্তু জামাতের আদর্শ আমাদের আদর্শ এক না কখনোই জামাত যে রাজনীতি করছে রিজভী আহমেদ সাহেব যেটা বলছেন এটা

দুর্ভাগ্যজনক তারা ভুল রাজনীতি সারাজীবনই করছে মুক্তিযুদ্ধের সময় যদি বলেন আপনি স্পেসিফিক যদি আমি বলি মুক্তিযুদ্ধ সভায় সমস্ত এক জাতি একদিকে অন্যরা একদিকে আপনার কি বলে নির্বাচন গণ যেই নির্বাচনের কারণে এরশাদ সরকার আরো চার বছর আওয়ামী লীগের সাথে জামাত পার্টনার হয়ে এরশাদকে আরো চার বছর প্রলম্বিত করেছিল কিন্তু হ্যাঁ শুধু তাই না আপনার সালে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনকে যাওয়ার বিষয়ে বিএনপিকে প্রভাবিত করা প্রেসার দেওয়া এটা জামাতের কাজ কিন্তু হ্যাঁ এবং এই যে সালে যে বিএনপি ভোটে মানে যেভাবে মানে সেখানেও কিন্তু জামাতের ভূমিকা আছে হ্যাঁ জামাত একটা ভিন্ন রাজনৈতিক দল হিসেবে কখনো কখনো সমন্বয় মানে আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছে কিন্তু জামাত সবসময় জাতির মানে প্রত্যাশার উল্টা দিকে চলেছে সবসময় রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং এখন জামাতের যে ভূমিকা এটা এই গণতন্ত্র অভ্যুত্থানের স্পিডের সাথে আছে এটা আমরা মনে করছি না জামাত যে মানে কি বলে নির্বাচনকে অবহেলা করে অগ্রাহ্য করে অমনির্বাচিত সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যেভাবে মানে অগ্রসর হচ্ছে বা যেভাবে শক্তি জোগাচ্ছে এটা কিন্তু দিনে দিনে স্পষ্ট হচ্ছে এটা দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যাচ্ছে না তাদের গণবিরোধী অবস্থান এটা আমরা মনে করছি রিজভ আহমেদ যেটা বলেছেন স্পষ্টতই বলেছেন শহিদুল ইসলাম বাবুল দ্রুত নির্বাচনের দাবি কি শুধুমাত্র বিএনপি জানাচ্ছে আপনারা দ্রুত নির্বাচনের কথা বলেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা কিন্তু বলেছে শুধুমাত্র দ্রুত জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিডটা কি এই যে বলা হয় যে আমি একটা কথা বলি এই যে বলা হচ্ছে যে জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিড কি নির্বাচন না জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিড কি গণতন্ত্র না মুক্তিযুদ্ধের স্পিড কি গণতন্ত্র না আপনি গণতন্ত্র বাদ দিয়া আপনি মুষ্টিমেয় মানে জগা খিচুড়ির একটা সরকার দিয়া আপনি প্রলম্বিত করবেন দীর্ঘদিন করবেন আর আপনি নির্বাচনকে উপেক্ষিত করবেন কি কারণ কি কারণ আপনার কিসের নির্বাচনকে আপনার এত ভয় কেন কি কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় এর পেছনে আমি সেই প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি আবারো বিরতি নিবেদিত দেশ সম্প্রতি এ পর্যায়ে আবারো বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জেড এসআরএম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিক আমরা আবারো ফিরছি আলোচনায় শহিদুল ইসলাম বাবুল যে প্রশ্নটি আপনার কাছে রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম আপনারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন চাইছেন কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বলেছে শুধুমাত্র দ্রুততম নির্বাচনের জন্যই কি আসলে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে মানুষ প্রাণ দিয়েছে তাহলে কি এই অনির্বাচিত সরকারকে যুগ যুগ ক্ষমতায় রাখবার জন্য কি মানুষ প্রাণ দিয়েছে অবশ্যই মানুষ গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার জন্য অবশ্যই মানুষ দিতে পারে না দীর্ঘদিন ভোটের আকাঙ্ক্ষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে এবং আপনি বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দল বিএনপি মেইনস্ট্রিমের রাজনৈতিক দল আপনি যদি ধরেন বিএনপি এবং এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের জামাত জামাতও তো কিছুদিন আগে আপনার এই নেতিবাচক কথা বলেছিল নির্বাচনে তারাও তো এখন বলেছে আমরা দেখছি পরিষ্কার যে তারাও বলেছে যে হ্যাঁ দ্রুততম সময়ে যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে মৌলিক সংস্কারটা প্রয়োজন সেই সংস্কারটা শেষে দ্রুত নির্বাচনের দিকে দেওয়া যায় হ্যাঁ দুই একটা খুচরা রাজনৈতিক দল কি কারণে বলেছে আমরা জানিনা ব্যক্তিগত লাভ এখানে কি আছে না আছে জানিনা তো এখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা শুধু বলল আর তারাই সমস্ত ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করে বিষয়টা তো এরকম না আমার দলের সাথে কি তরুণ নাই আমার দলের সাথে কি মানে যুবক তরুণ তরুণ্য স্পিড নাই আমরা কি এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না এই জুলাই অভ্যুত্থানের সাথে তাহলে আপনি শুধুমাত্র এই বৈষম্য ছাত্ররা বলল যে নির্বাচন তারা সব সংস্কার করে দিবে কি সংস্কার করেছে পাঁচ বছর এগুলো বাদকাবা আর শোনে কেন মানে বিএনপি নির্বাচন নিয়ে এরকম তালবাহানা করা হচ্ছে তো বলাই তো হচ্ছে যে যে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবার জন্য না তো বিএনপিকে কে ক্ষমতায় আনবে মানুষ যারে ভোট দিবে কে বলেছে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে এটাকে কেউ নিশ্চয়ই করে বলতে পারে মানুষ যদি বিএনপিকে ভোট না দেয় বিএনপি ক্ষমতায় আসবে না যেই আসবে তাকে ওয়েলকাম করবে আর বিএনপি মানুষ যদি ভোট দেয় নির্বাচনে আপনি ঠেকিয়ে রাখবার কে এই অন ইলেভেন এর এই খেলা অন ইলেভেন থেকে শুরু করা হয়েছে বিএনপিকে রাজনীতি মাইনাস করবার জন্যে জিয়া পরিবারকে মাইনাস করবার জন্যে বিএনপিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা বিএনপিকে কিভাবে কোন কৌশলে অজনপ্রিয় করা যায় বিএনপির চরিত্র করা যায় অবশ্যই এবং আমি মনে করি যে অন ইলেভেন এর সেই ভূত এখনো যায় নাই এবং তারই ধারাবাহিকতা এখনো চলেছে বিরাজনীতিকরণের এটা খুব অশুভ প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টার ফল ভালো হয় না কোনদিন প্রধান উপদেষ্টা যেমনটি বলেছে সংস্কারবিহীন নির্বাচন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পারবে না কেন সংস্কার আপনি করেন আপনাকে তো কেউ নিষেধ করেননি শোনে আপনি কি সংস্কার করবেন আপনি বলেন তো সংস্কার কেউ একদিনে শেষ করতে পারে এক বছরে শেষ করতে পারে পাঁচ বছরে শেষ হয় এটা তো বারবার বলা হয়েছে যে এটা একটা চলমান কেউ একজন শুরু করবে অন্যরা সেটা এগিয়ে নেবে এটাই তো নিয়ম আপনি যখন

থাকবেন না আমি যখন থাকবো না তখন এদেশের সংস্কার থাকবে না প্রফেসর ইউনুস যখন থাকবে না তখন এদেশের সংস্কার হতে হবে না এটা তো সময়ের দাবি সময়ের প্রয়োজন আমি সংস্কার আপনার আগে অনেক আগে আমি এটা উপলব্ধি করেছি এবং দফা বলেছি দফা বলেছি তার বাইরে কি আছে সংস্কার আমি জানিনা যদি দরকার থাকে হবে আমরা যেটা মনে করি আমরা একটা গণতান্ত্রিক ট্যাকের বাইরে চলে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের মানুষ ভোটের কথা বাস্তবতা ভুলে গিয়েছিল আমরা যেটা বলেছি যে সংস্কারটা মানুষের মধ্য দিয়ে হতে হবে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কিভাবে হবে আপনি একটা ভোটের ব্যবস্থা করবেন যেই ভোট প্রস্তাভিত ভোট যেই ভোট গ্রহণযোগ্য ভোট যেই ভোট মানুষ ভোট দিতে পারবে নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচিতে সেখানে এবং এইবার করবেন আগামীতে যাতে করা যায় সেই পথটা আপনি উন্মুক্ত কিভাবে করা যায় সেই জায়গাটা আপনি স্ট্রট আউট করেন এবং আপনি যদি খালি একটা পথের স্ট্রট আউট করতে পারেন যে এইবার ভোট হবে সুন্দরভাবে আগামী পাঁচ বছর পরও হবে তারপরের বারও হবে সুন্দরভাবে এবং গ্রহণযোগ্য ভোট হবে তাহলেই দেখবেন রাজনৈতিক দল বা সরকার যারা আসবে তারাই নিজেদের সরকার মানে সংস্কার করতে বাধ্য হবে এবং সংস্কারটা তাদের মাধ্যমে হইতে হবে আপনি এটা করে শেষ করতে পারবেন না এবং এটা আপনার কাজ না আপনি প্রস্তাব রাখতে পারেন অবশ্যই সে প্রস্তাব রাজনৈতিক দলের কাছে কমিটমেন্ট আপনি চাইতে পারেন নিতে পারেন এবং রাজনৈতিক দল ইশতেহার দিবে বিয়ে দিবে কেউ তো আমি তো এই দফা যে ঘোষণা এবার দিয়েছি এটা তো আগে আমি সালে দেইনি এটা তো আমি সালে নির্বাচনের আগে দেইনি এইবার আমি দিয়েছি কারণ আমরা উপলব্ধি করেছি যে আমাদের গণতন্ত্র বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক শক্তি আমারও ভুল হইতে পারে এখানে রাজনৈতিক শক্তির কারণে গণতন্ত্রটা একটা প্রাকটিসের ইস্যু প্রাকটিসের ব্যাপার দীর্ঘ প্রাকটিসের মধ্য দিয়ে হবে এখন আপনি যদি একমাত্র দরদী হয়ে যান আপনি বিদেশে সব মঙ্গল করে দিবেন কি কারণে পারছেন না আপনার ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন খারাপ কেন আপনার ড্রব্যমুল্যের দাম এখনো আপনি কেন কমাতে পারছেন না সর্ববিন নৈরাজ্য কেন সচিবালয় আগুন কেন বারবার বিদ্রোহ কেন বিভিন্ন জায়গায় এই যে যে বিষয়গুলো এগুলো তো শুভ লক্ষণ না এবং আপনি একটা দুর্বল থেকে একটা দুর্বলতম সরকার এটা বাস্তবতা দলগুলো রাজনৈতিক রাজনৈতিক দল তো আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই এখনো করে নাই আপনার বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচিও ঘোষণা করে নাই আমরা পরামর্শ দিচ্ছি আমরা এখনো সেই জায়গায় আছি আপনারা আমাদেরকে দয়া করে ওই জায়গায় নিয়োন না আবার বারবার এখানে রক্তারক্তি বারবার এখানে যুদ্ধ বিগ্রোহ বারবার এখানে বিপ্লব বিদ্রোহ এইটা কামা না মানুষের হাতে ধরা করে ছেড়ে দেন মানুষের ক্ষমতা মানুষের হাতে ছেড়ে দেন দেখবেন রাজনৈতিক দলও সময়ের প্রক্রিয়ায় বাস্তবতার সাথে নিজেরা সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন আছে সেই সংস্কার অবশ্যই রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি আমরা ঘোষণা দিয়েছি এবং আমাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতেও এটা থাকবে আপনি এই বিশ্বাস এবং আস্থা আপনাকে রাখতে হবে ব্রিটিশের গণতন্ত্র পশ্চিমের গণতন্ত্র শত বছর বছরের মধ্য দিয়ে আমরা একটু এগিয়ে ছিলাম তবে আওয়ামী লীগ বিগত বছরে আমাদেরকে একেবারে পিছিয়ে দিয়েছে তবে আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনীতিবিদরা নিশ্চয়ই তাদের ভুল ত্রুটি আছে আমাদেরও ব্যত আছে ভুল আছে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আপনি একা পারবেন না যেমনটি আমরা সম্প্রতি বলতে দেখেছি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে ভোটাধিকার আদায় আবাবো পাঁচ আগস্টের মতো জনগণকে রাস্তায় নামার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে নির্বাচনে একটা সম্ভাব্য সময়সূচি ঘোষণা করেছে কিন্তু আপনারা কেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না না সেটার মধ্যে ধোঁয়া আসা আছে সেটার মধ্যেই নানান ধরনের ব্যাপার আছে আপনি কি প্রথম আর্ধ বা ডিসেম্বর এই বছর এটা আপনি কেন এই রোডম্যাপটা বা আপনি রূপরেখাটা আপনি কেন ঘোষণা করতে পারেন না আপনার বাধা কোথায় আপনি একটা আপনি আপনাকে তো বলিনি কালকে আপনি নির্বাচন দেন অলরেডি একটা কেয়ারটেকার ঘর এর যে কেয়ারটেকার গভমার্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের দিনের মধ্যে এরশাদ সরকারের নয় বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করে সে কিন্তু একটা চমৎকার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল এবং সেটা আমরা গণতন্ত্রের পার্টা একটা যাত্রা হ্যাঁ আমাদের ব্যতয় হয়েছে ভুল হয়েছে আমরা আরো ভালো করতে পারতাম নিশ্চয়ই হ্যাঁ কিন্তু একটা একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তো গ্রহণযোগ্য হয়েছিল এবং ওই সরকারটাও একেবারে খারাপ সরকার ছিল সেটাও কেউ বলবে না নিশ্চয়ই এর যে গভমেন্টটা তো আপনি তিন মাসে যদি উনি করতে পারেন উনি একজন বয়বৃদ্ধ মানুষ হ্যাঁ তাহলে আপনি ছয় মাস পাঁচ মাস পার হয়ে গেল আপনি পাঁচ মাসে কতটুকু আগাইলেন আপনি ছয় মাসে কেন পারবেন না কেন আপনি পারবেন না বাবুল আপনারা বিভিন্ন সময় অভিযোগ করেন এবং এর বিতর্কিত নির্বাচনের কথা নির্বাচন ব্যবস্থায় যেখানে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে সেখানে আসলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার কিংবা জনপ্রশাসনের সংস্কার ছাড়া সম্ভব কি না জনপ্রশাসনের সমস্তু

নির্বাচন সমস্ত জনপ্রশাসন আপনি তো উল্টে দিতে পারবেন না আপনার বছর লাগবে যত নিয়োগ হয়েছে যত পদায়ন হয়েছে এগুলো কি আপনি সব বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিবেন না দেশ ছাড়া করে দিবেন হ্যাঁ আওয়ামী লীগের আমলে যত অন্যায় নিয়োগ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় একজন শিক্ষকের আমলে দুই টার্ম ভাইস চ্যান্সেলর আমলে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে দলীয় বিবেচনা ভিত্তিতে অধিকাংশ হয়েছে তো আপনি এদেরকে কি পদ্মা নদীতে পেলেন দিবেন না এদেরকে সব ফাঁসি দিয়ে দিতে পারবেন এত সহজ তো না আপনি বিষয়টা আপনাকে চেক এন্ড ব্যালেন্স আপনাকে মূল নির্বাচনের সাথে সবাই সংশ্লিষ্ট থাকে না আপনি জনপ্রশাসনের যেমন ডিসি সাহেবরা রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছে আপনি তাদেরকে দিবেন না আপনি ইলেকশন কমিশনে কয়জন রিটার্নিং অফিসার লাগে জেলায় আপনি ইলেকশন কমিশনে আপনার লোকবল আছে আপনি তাদের থেকে দেন বা নিরপেক্ষ মানুষ আরো যারা প্রাইভেট সেক্টর থেকে নিয়ে আপনি দিতে পারেন সেই সেই সংস্কারটা আপনি কেন করবেন না করেন না পুলিশের আপনি জেলায় জেলায় জেলায় জন এসপি দেন নিরপেক্ষ দেখে যারা তারা ফ্যাসিস্টের আমলে ছিল না এখন আপনি কি সব এসপিদেরকে বাদ দিদি দিবেন আওয়ামী লীগের আগে পুলিশে যারা চাকরি করতো সবাইকে নির্বাচনের প্রসঙ্গ যদি আমরা টেনে আনি আপনারাই বলতেন যে রাতের ভোট রাতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত আমরা বলতাম কেন এটা থেকে সেই জায়গা থেকে আপনারা যে আবারো যদি আমরা যদি পরবর্তী নির্বাচনে ত্রয়দশ নির্বাচনে সেরকম অভিযোগ করবেন না সে নিশ্চয়তা কোথা থেকে পাবেন শোনের সত্য যেটা সেটা দিবালকের মত সত্য সালের নির্বাচন সালে নির্বাচন কি রাতে নির্বাচন হয়নি আপনি দেখেননি আপনি জানেন না আপনি মুখ বন্ধ করে ওই উট পাখির মত তো বালিতে মুখ গুজে তো হবে না সেটা পরিষ্কার কি সালে আওয়ামী লীগ ভোট নির্বাচনে হ্যাঁ ভোটের মাধ্যমেই তো এসছে ব্যত্ন হয়েছে সালে বিএনপি ভোটের মাধ্যমে এসছে সালে বিএনপি ভোটের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ভোটের মাধ্যমে হ্যাঁ সাল পর্যন্ত আমি মেনে নিলাম যদিও বিতর্কিত কিন্তু সালের নির্বাচন কি আপনি গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ তো এখন বলছে যে তারা ভুল করেছে অন্যায় করেছে এর নির্বাচন যে প্রশাসন করেছে সেই প্রশাসনের সংস্কার না হয়ে যদি নির্বাচন হয় আপনার রাস্তা রাখতে পারে আচ্ছা শোনের আমি বলি যে প্রশাসন আমি তো পথটা বাতলে দিলাম আপনাকে যেই প্রশাসনের প্রশাসনের সব লোক তর করেনি যারা করেছে তাদের আপনি বিচার কেন করছেন না এই প্রশাসনে তো আরো ভালো মানুষ আছে এর চাইতে নিরপেক্ষ মানুষ আছে সব তো আওয়ামী লীগ করে না সমস্ত মানুষ যে আওয়ামী লীগ করে তা না আওয়ামী লীগের আগের সরকারগুলোতে যারা প্রশাসন আছে তারাও তো এখন আছে ইলেকশন কমিশনে তো নতুন লোক আছে নতুন কমিশন হয়েছে হ্যাঁ এবং তাদের যে ইলেকশন কমিশনের যে লোকবল আছে সেখান থেকে আপনি বেঁচে আর মেইন তো পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসন তাই না তো পুলিশে তো আপনি আওয়ামী পুলিশ বাদ দিয়া আওয়ামী লীগের আমলে রিফ্রুটেড পুলিশ বাদ দিয়া চিহ্নিত পুলিশ বাদ দিয়া এখনো তো আপনি পাবেন না তা তো না এই পুলিশের মধ্যে তো আছে একেবারে সব যে আওয়ামী লীগে ময়ম হয়ে গেছে তা তো না আপনার এত মানুষ তো লাগে না আপনি চেয়ারে যেটা বসবেন কমাল্ডিং চেয়ারে আপনি বসিয়ে দেন না নিরপেক্ষ লোক দেখে দেখে যারা আওয়ামী লীগের বেনিফিশিয়ারি না সুবিধাভোগী না আপনি এখন সব পুলিশ সব বাদ দিবেন সব এই আওয়ামী লীগের আমলের জনপ্রশাসন সব বাদ দিবেন ইলেকশন কমিশনে যারা কাজ করেছে সব বাদ দিবেন এটা তো আপনি পারবেন না এটা বাস্তব সম্ভবত না প্রাগমটিক না প্রাক্টিক্যাল না আপনি খাম খেয়ালি সব বাদকাবাত কেন বলছেন আপনি যদি এগুলো করতে যান আপনি আপনি টিকে থাকতে পারবেন পাঁচ মিনিট সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের হোল্লাস আপনি একদিনে বলতে দিবেন বদলে দিবেন একটা দুর্বলতম সরকার আপনার পেছনে কোন রাজনৈতিক দল নাই এটা কি বাস্তবসম্মত কোন আলোচনা কথা আর এই দোহাই দিয়ে আপনি ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করবেন মানুষের মানুষ দীর্ঘকাল ভোট দিতে পারে না তাদের ভোটের অধিকার নাই এগুলো অবাস্তব কথাবার্তা আপনি কি সংস্কার করবেন সেই প্রশাসন সব সংস্কার বাবুল নাজমুল আশরাফ সরকার এবং আদালত কর্তৃক আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হলে দলটিকে নির্বাচন থেকে বাদ দেয়ার সুযোগ নেই এমনটি বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সামনে নির্বাচনও কি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঠিকই বলেছেন এর আগে ডক্টর বদিল আলম তাই বলেছেন সরকার বা আদালত যদি নিষিদ্ধ না করে তাহলে তো তাতে নির্বাচন করার সুযোগ বা অধিকার আছেই কোন বাধা তো নাই এটা মানে সেই অবস্থানটার কথাই তিনি বলেছেন আবার যারা নিষিদ্ধের দাবি তুলছেন দূরকন্মের কেউ কেউ বলছে সরকার নির্বাহী আদেশ দিয়ে নিষিদ্ধ করবে আবার কেউ কেউ বলছেন যে বিচারের মাধ্যমে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হবে বিচার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যদি নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে কখনো সফল পাওয়া যায় নাই জামাতের মত দল যারা বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল তাদেরকেও নিষিদ্ধ করে কিন্তু কোন লাভ হয় নাই সে দল আরো শক্তিশালী হয়েছে নিষিদ্ধ রাজনৈতিকভাবে হোক প্রশাসনিকভাবে হোক



আইনগতভাবে হোক নিষিদ্ধ কোন সমাধান না কোন একটি রাজনৈতিক দলকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলা দুর্বল করে ফেলা রাজনীতিতে নাই করে ফেলা বিপরীত রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে সেটি হচ্ছে সঠিক পথ সেখানে আগে আমি বলি যে আপনি বলছিলেন না যে আমরা প্রায়ই শুনি এই কথা যে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের জন্য এত মানুষ প্রাণ দেয় নাই বিএনপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য এত মানুষ প্রাণ দেয় নাই এই যে জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানে মানুষ যুক্ত হয়েছিল সর্বস্তরের এবং এত মানুষ প্রাণ দিয়েছে হতাহত হয়েছে তার উদ্দেশ্য যদি বলি একটাই ছিল একটাই ছিল সেটি হচ্ছে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এখন শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে আমরা কত উদ্দেশ্য কত লক্ষ্য কত আদর্শ আমরা এর মধ্যে ঢুকচ্ছি ঢুকচ্ছি প্রতিনিয়ত ঢুকচ্ছি হ্যাঁ সবাই যখন একমত হয়েছে যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থাটাকে পাল্টানো দরকার ঠিকঠাক করা দরকার গোটা রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগকে যে অবস্থায় করে গেছে ফ্যাসিবাদী সরকার এটা ঠিকঠাক করা দরকার মেরামত করা দরকার সেখানে সবাই একমত ছিল সেই জন্য সংস্কারের কথা এসেছে সেই জন্য সংস্কারের উদ্যোগ এসেছে কিন্তু সংস্কার নামে যখন আপনি সবকিছু বাদ দিবেন নাই করে দিবেন বাংলাদেশকে জিরো করে ফেলবেন সেটা আন্দোলন এর উদ্দেশ্য ছিল না যারা আন্দোলন করেছেন আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন যারা হতাহত হয়েছেন তারা কেউ কোনদিন এগুলো বলেন নাই এখন চিপাচাপা থেকে এটা সেটা খুঁজে বের করে আনা হয়েছে হ্যাঁ আমরা তো নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলেছিলাম কোন পর্যায়ে গিয়ে কতদিন পরে কাদের সমর্থন নিয়ে সেটার কথা কিন্তু গোটা দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে মাঠে নেমেছিল জীবন দিয়েছিল দিনের পর দিন লড়াই করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ওই সরকারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা সেটা হচ্ছে কথা দ্বিতীয়ত আপনার যেটা সত্য সেটা যদি আপনি বাড়িয়ে বলেন তাহলে কিন্তু ওই সত্যের গুরুত্ব থাকে না যেমন ধরেন এই অভ্যুত্থানে কত মানুষ মারা গেছে কত মানুষ হতাহত হয়েছে আমরা সরকারের বরাতে সবশেষ তথ্য যেটা জেনেছি নিহত হয়েছে সাড়ে আহত হয়েছে কিন্তু প্রতিদিন আমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মুখে শুনি এমনকি উপদেষ্টাদের মুখে শুনি বৈশমলারা তো বলেননি আরো অনেকে বলেন মানে আহত হয়েছে যে যার খুশি কথা বলছেন মানে তথ্যের বিকৃতির একটা সীমা পরিসীমা থাকা উচিত এটা যেমন একটা ব্যাপার দ্বিতীয়ত প্রথমে তো বললাম যে আপনার সেই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য তারপরে হতাহতের বিষয় তারপরে আমরা শুরুতে আলোচনা করেছি যে বিপ্লব না অভ্যুত্থান তারপরে আসেন বৈষম্য যারা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে তাদের কাজকর্ম কথাবার্তার মধ্যে কতটা বৈষম্য বা বৈষম্যহীনতা আছে সেটা একটা দেখবার বিষয় আরেকটা আরেকটা আরেকটা আরেকটা কথা বলে শেষ করি যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কথাবার্তা ভাবসাবে মনে হয় তারা দেশটার মালিক হয়ে গেছেন যেমন আওয়ামী লীগ দেশের মালিক হয়ে গেছিল কেউ দেশের মালিক নয় এবং সেই মালিকানা তারা নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের এখানেই শেষ করছি বিবেদিত দেশ প্রতীকের আজকের আয়োজন ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য মিউজিক